দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের শিক্ষা বৃত্তি পেলেন ৩০৩৭ জন

আজীবন ছাত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করা উচিত : অর্থমন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, সকলকে আজীবন ছাত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করা উচিত। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করলেই পড়ালেখা শেষ হয় না। জ্ঞান আহরনের জন্য আজীবন ছাত্র হিসেবে থাকতে হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর মিরপুরের ইনডোর স্টেডিয়ামে ডাচ বাংলা ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমার বয়স ৮৩ বছর। আমি এখনো শিখছি। আবার সেগুলো প্রয়োগও করছি। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন তোমরাই ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ারে বসবে। এরকম উচ্চ আশা করতে হবে। কারণ আশা অনেক দুর এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটি ছাড়া যাবে না। তিনি বলেন, উচ্চ আশার একমাত্র উপায় হলো জ্ঞান আহরণ। লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ যেন কোন দিন শেষ না হয়। জ্ঞান আহরনে ভিডিও অত্যন্ত চুম্বক ভাবে জ্ঞান দান করে জানিয়ে মুহিত বলেন, সেখানে অনেক ভুলও থাকে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিয়ে ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দিতে অভিবাবকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। এজন্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যাংকগুলোর বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজ ও জাতির বহুমুখী উন্নয়ন হচ্ছে। ডাচ বাংলার বৃত্তি অন্য ব্যাংকগুলোর জন্য অনুসরনীয় হয়ে থাকবে। কানাডার রাষ্ট্রদুত বেনওয়ার পিয়ের লাঘামে বলেন, শিক্ষা সকল শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় ডাচ বাংলা ব্যাংকের এই উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই। অনুষ্ঠানে বৃত্তি পাওয়ার অনুভুতি ব্যক্ত করেন বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী ডালিয়া আক্তার, শারমীন আক্তার, নটরডেম কলেজের রাহাত রানা ও পঞ্চগড়ের কমলাপুর হাইস্কুলের দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থী রাইসুল ইসলাম।

২০১৬ সালের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় তিন হাজার ৩৭ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিচ্ছে ডাচ-বাংলা ব্যাংক। এসব শিক্ষার্থীকে দুই বছর প্রতিমাসে দুই হাজার ও বছরে পাঠ্য উপকরণের জন্য ২৫০০ও পোশাকের জন্য এক হাজার টাকা প্রদান করবে।

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ এতে সভাপতিত্ব করেন। সমাপনী বক্তব্য দেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস তাবরেজ। ব্যাংকের ১০২ কোটি টাকার শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ২৩ হাজার ৬৩৭ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বৃত্তি গ্রহণ করছে ১৭ হাজার ৯৬৩ জন শিক্ষার্থী।